ঢাকাবাসী যে কারণে বেসরকারি ফিক্সডফোন থেকে বঞ্চিত

বদরুল আলম নাবিল

অনেক দেরিতে হলেও দেশে বেসরকারি খাতে ল্যান্ডফোন সেবা দেয়া শুরু হয়েছে। র‍্যাংকসটেল, বে ফোনস, বিজয় ফোন ও ওয়ানটেল ইতিমধ্যে ৩৫ হাজারের ওপরে সংযোগ দিয়েছে। এদের মধ্যে র‍্যাংকসটেল সর্বাধিক ২৫ হাজারের মতো সংযোগ দিয়েছে বলে প্রতিষ্ঠানটির সূত্র জানিয়েছে। যুবক ফোন পরীক্ষামূলকভাবে হাজারখানেক সংযোগ দিয়েছে। আগামী মাস থেকে তারা আনুষ্ঠানিক সংযোগ দেয়া শুরু করবে বলে সাপ্তাহিক ২০০০-কে জানিয়েছেন যুবক ফোনের চেয়্যারম্যান হোসাইন আল মাসুম। এই ৫টি ছাড়া আরো ৫টি প্রতিষ্ঠানকে ফিক্সড ফোন ব্যবসার লাইসেন্স দিয়েছে বিটিআরসি। (আরো ৯টি কোম্পানি লাইসেন্স পাওয়ার জন্য মনোনীত হয়েও তারা আর নেয়নি।)

অপারেশন শুরু করা ৫টি কোম্পানি সংযোগ দিচ্ছে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট প্রভৃতি এলাকায়। ঢাকা বাদ দিয়ে পুরো দেশে অনুমতি দেয়া হলেও এদের মধ্যে কাউকেই ঢাকা সিটিতে ব্যবসা চালানোর লাইসেন্স দেয়া হয়নি। অথচ এই নগরীতেই ফোনের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। র‍্যাংকসটেলের চিফ অপারেটিং অফিসার জাকারিয়া স্বপন সাপ্তাহিক ২০০০-কে জানিয়েছেন, 'দেশের মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোর ৭০ ভাগ গ্রাহকই ঢাকায়। ফিক্সড ফোনের গ্রাহকও ঢাকাতেই হবে সিংহভাগ।'

অথচ এই মেগা সিটির মানুষ এখনো সরকারি প্রতিষ্ঠান বিটিটিবির হাতে জিম্মি। বিটিটিবির সূত্রমতে, ঢাকায় বর্তমানে প্রায় ১ লাখ দরখাস্ত জমা পড়ে আছে নতুন ফোন সংযোগের জন্য। এই একবিংশ শতকে এসেও একটি টিএন্ডটি ফোন যেন সোনার হরিণ হয়েই আছে। ফোনের জন্য দরখাস্ত করার ২৭ বছর পর সংযোগ পাওয়া গেছে এমন ঘটনাও এই নগরীতে ঘটেছে।

গত সরকারের সময় ওয়ার্ল্ডটেল নামে একটি বিদেশী কোম্পানিকে ঢাকায় ফিক্সড ফোন ব্যবসার লাইসেন্স দেয়া হয়েছিল। এ পর্যন্ত তারা অপারেশনে আসেনি, এমনকি টেলিযোগাযোগ রেগুলেটরি কমিশন ২০০৪ সালে অন্য কোম্পানিগুলোকে ঢাকায় লাইসেন্স দেয়ার উদ্যোগ নিলে তারা তা বন্ধের জন্য আদালতে গিয়ে রিট করে। তারা দাবি করেছিল, তাদেরই শুধু ঢাকায় ল্যান্ডফোন ব্যাবসার বৈধতা আছে, নতুন করে কাউকে অনুমতি দেয়া যাবে না। গত অগস্ট মাসে আদালত তাদের রিট খারিজ করে দিয়েছে। তারপরও প্রায় ৬ মাস চলে গেল কিন্তু বিটিআরসি নতুন কোনো লাইসেন্স দিতে পারেনি। জানা গেছে, সরকারের উচ্চমহল থেকে একটি মাত্র কোম্পানিকে ঢাকার লাইসেন্স দেয়ার চাপ আছে, এদিকে অন্য পিএসটিএন অপারেটররা হুমকি দিয়েছে, শুধু একটি মাত্র কোম্পানিকে মনোপলি ব্যবসার সুযোগ দিলে তারা আদালতে যাবে। সে ক্ষেত্রে আবার ঝুলে যাবে লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া। তবে শেষ পর্যন্ত বিটিআরসি ওপেন বিটিং পদ্ধতিতে লাইসেন্স দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কমিশনের চেয়ারম্যান ওমর ফারুক প্রতিবেদককে বলেছেন, 'কমিশনের মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে খুব শিগগিরই লাইসেন্স দেয়ার জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হবে।' সূত্র জানিয়েছে, আগামী মাসের প্রথমার্ধেই এ ঘোষণা আসবে।

তবে এ নিয়ে শুরু হয়েছে আবার নতুন এক বিতর্ক। আগেরবার যখন পিএসটিএন

মুখোমুখি : মোবাইল ও ফিক্সড কোম্পানিগুলো

কানেকটিভিটি নিয়ে এত দিন সমস্যা চলছিল মোবাইল ও ল্যান্ডফোন কোম্পনিগুলোর মধ্যে। ফিক্সড ফোন কোম্পানিগুলো তাদের আন্তঃসংযোগ দেয়া হচ্ছে না বলে একাধিকবার মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে গিয়েছিল বিটিআরসির কাছে। মোবাইল কোম্পানিগুলোও অভিযোগ দায়ের করেছিল ফিক্সড ফোনগুলো মোবাইল ফোনের মতো সার্ভিস দেয়ার পাঁয়তারা করছে। আন্তঃসংযোগ সমস্যার পুরোপুরি সমাধান এখনো হয়নি, প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম কানেকটিভিটি সুবিধা দিয়েছে। সম্প্রতি ফিক্সড ফোন কোম্পানিগুলোর সংগঠন বাংলাদেশ টেলিকম অপারেটস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিওএ) পক্ষ থেকে বিটিআরসি চেয়ারম্যানের কাছে লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে যে, মোবাইল কোম্পনিগুলো শর্ত ভঙ্গ করে পিসিওর (পাবলিক কল সার্ভিস) মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে ফিক্সড ফোনের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। অভিযোগে বলা হয়, লাইসেন্সের শর্ত অনুযায়ী তারা শুধু মোবাইল ফোন সেবা দেয়ার এখতিয়ার রাখে, ফিক্সড ফোন সেবা দিতে পারে না। এর ফলে ফিক্সড ফোন কোম্পানিগুলো অসম প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়ছে। কিন্তু মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোর বক্তব্য, এতে শর্ত ভঙ্গ হয়নি।

অপারেটরদের ঢাকার বাইরের লাইসেন্স দেয়া হয়েছিল, তখন কোনো বাছবিচার না করেই ১৯ দরখাস্তকারী কোম্পানির সবাইকে লাইসেন্স দেয়ার জন্য ডাকা হয়েছিল। এবার কেন দরপত্র আহ্বান করে বাছাই করা হবে? বিটিআরসির সাবেক চেয়ারম্যান মার্গুব মোর্শেদ তখন (ডিসেম্বর ২০০৪) যে চাইবে তাকেই লাইসেন্স দেয়া প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেছিলেন,' বিটিআরসি'র পর্যাপ্ত কারিগরি দক্ষতা নেই। তাই যাচাই-বাছাইয়ের পথে না গিয়ে যে চেয়েছে সবাইকে লাইসেন্স দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।' এখন বিটিআরসি যাচাই-বাছাই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর মধ্যে তারা উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো কারিগরি দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছ বলে জানা যায়নি। অনেকে মনে করছেন, উপর মহলের ইচ্ছায় গুটিকয়েক কোম্পানিকে সুযোগ করে দেয়ার জন্যই হয়তো এই বিটিং পদ্ধতি করা হয়ে থাকতে পারে। তবে ঢালাওভাবে চাইলেই লাইসেন্স দেয়ার পক্ষেও নন অপারেটররা। কারণ লাইসেন্স হলেই হয় না, ওয়ারলেস পদ্ধতিতে ফোন সংযোগ দিতে ফ্রিকোয়েন্সি দরকার হয়, যা সীমিত। আর বড়জোর ৪-৫টি কোম্পানিকে দেয়া সম্ভব হবে। অন্যদিকে দেখা গেছে, অনেকগুলো কোম্পানিই লাইসেন্স নিয়ে আর অপারেশনে আসেনি। তাদের মধ্যে ঢাকা ফোন ছাড়া আর কারো অপারেশনে আসার কোনো প্রস্তুতিও নেই। এর মধ্যে অপারেশনে আসার লাইসেন্সের এক বছরের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে, তাই তাদের আবার নবায়ন ছাড়া আসার কোনো সুযোগ নেই।

বিটিটিবির আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত

প্রতিযোগিতা করছে মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো। গ্রাহককে বাড়তি সুযোগ-সুবিধা দিয়ে কীভাবে আকৃষ্ট করা যায়, সে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তারা। এমনকি গ্রাহকদের ফ্রি কথা বলার সুবিধা দিয়ে আকৃষ্ট করছে। সেখানে সরকারের প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড নতুনভাবে কলচার্জ বাড়ানোর আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে। তারা ঠিক করেছে, টিএন্ডটি ফোন থেকে মোবাইলে ফোন করলে প্রতি মিনিটে দেড় টাকা করে দিতে হবে। এত দিন ল্যান্ডফোনের মতোই ৫ মিনিটে দেড় টাকা চার্জ করা হতো। এমনিতেই বিটিটিবির যাচ্ছেতাই গ্রাহকসেবার কারণে দারুণ বিরক্ত গ্রাহক সাধারণ। তার ওপরে এভাবে কলচার্জ বাড়ানো হলে তাদের ফোন ব্যবহার গ্রাহকরা কমিয়ে মোবাইল ফোনের দিকেই ঝুঁকবে। এতে রাজস্ব আয় কমে যাবার আশঙ্কা করছে অভিজ্ঞ মহল। কারো কারো মতে, মোবাইল কোম্পানিগুলোর ইনফ্লুয়েন্সেই এ সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে সরকার। জানা গেছে, টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের এই সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় অনুমোদন করেছে এবং সহসাই তা বাস্তবায়িত হবে।

'আপনি দ্বিতীয়বার ফোন করার আগেই ঢাকা জোনের লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া শুরু হবে'

ওমর ফারুক
চেয়্যারম্যান, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ রেগুলেটরি কমিশন

সাপ্তাহিক ২০০০ : ঢাকার গ্রাহকরা কবে থেকে বেসরকারি ল্যান্ডফোন সেবা পাবে? বেসরকারি অপারেটরদের লাইসেন্স কবে দেয়া হবে?

ওমর ফারুক : দুটি কোম্পানির লাইসেন্স তো আছে। বিটিবিটি অপারেশনে আছে, ওয়ার্ল্ডটেলের লাইসেন্স দেয়া আছে।

২০০০ : ঢাকা জোনে পিএসটিএন অপারেটরদের লাইসেন্স প্রদানে আইনগত যে প্রতিবন্ধকতা ছিল তা উঠে গেছে প্রায় ৬ মাস হলো। এখনো কেন নতুন অপারেটরদের লাইসেন্স দেয়া হচ্ছে না?

ওমর ফারুক : কমিশন নতুন লাইসেন্স দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শিগগিরই তা দেয়া হবে। আপনি দ্বিতীয়বার ফোন করার আগেই ঢাকা জোনের লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া শুরু হবে। ভেরি সুন দেন লেটার।

২০০০ : আপনি চেয়ারম্যান হয়ে আসার পর কমিশনের কাজে গতি এসেছে। বেশ কিছু জট আপনি দ্রুততার সঙ্গে খুলেছেন। কিন্তু ঢাকার লাইসেন্স দেয়ার প্রক্রিয়াটা এগুচ্ছে না। কারণ কী? শোনা যায় উপর মহল থেকে নির্দিষ্ট একটি মাত্র কোম্পানিকে লাইসেন্স দেয়ার চাপ আছে বলে এই প্রক্রিয়া এগুচ্ছে না। বিষয়টি কতটুকু সত্য?

ওমর ফারুক : কমিশনের কাজে গতি আসছে কি না তা আমার চেয়ে আপনারাই ভালো বলতে পারবেন। আমি আসার পর চেষ্ট করছি সমস্যাগুলোর সমাধান করতে। আর উপরম হলের কোনো চাপ আমার ওপর নেই। কমিশনের আইন অনুযায়ীই কমিশন চলছে। এই কমিশন যখন গঠন করা হয় তখন আমি টেলিযোগাযোগ সচিব ছিলাম। সে সময় যেসব লক্ষ্য নিয়ে এই কমিশন গঠন করা হয়েছিল আমি তা অবগত। আমরা সেভাবেই চলার চেষ্টা করছি।

২০০০ : আপনার পূর্ববর্তী চেয়ারম্যানের সাক্ষাৎকার (তিনি চেয়ারম্যান থাকাকালীন) নিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'যদিও বলা হয় এটা একটা স্বাধীন কমিশন, কিন্তু মন্ত্রণালয় এবং সরকারের উপরমহলের নির্দেশ ছাড়া কাজ করার উপায় নেই।' আপনার অভিজ্ঞতা কী?

ওমর ফারুক : আমি তা মনে করি না। এটা একটা স্বাধীন কমিশন, সেভাবেই সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা আমরা করি। আপনারা দোয়া করবেন। আপনি যে বিষয় জানতে ফোন করেছেন, অতি দ্রুতই তা বাস্তবায়িত হবে।

নতুন সমস্যায় ওয়ালটেল

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের কাছ থেকে একক অনুমতি নিয়েও ৫ বছরে অপারেশনে আসতে পারেনি। ওয়ালটেল বাংলাদেশের চিফ অপারেটিং অফিসার নাঈম চৌধুরী এ সম্পর্কে সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, 'আমাদের ২০০১ সালে লাইসেন্স দেয়া হলেও ফ্রিকোয়েন্সি দেয়া হয়নি। আরো নানা রকম আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে আমরা অপারেশনে যেতে পারিনি। তবে আগামী এপ্রিলের মধ্যে অপারেশনে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি।'

এদিকে প্রতিষ্ঠানটির মালিকানা নিয়ে শুরু হয়েছে নতুন সংকট। বাংলা ফোনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমজাদ খান দাবি করছেন, ওয়ালটেল তার কাছে সিংহভাগ শেয়ার বিক্রি করে দিয়েছে। কিন্তু নাঈম চৌধুরী বলেছেন, 'বাংলা ফোনের কাছে কোনো শোয়ার বিক্রি করা হয়নি। তিনি নিজের কোম্পানির লাইসেন্স নিয়েও অপারেশনে আসতে পারেননি। আবার আমাদের শেয়ার কিনবেন কেন? তিনি কেন এরকম দাবি করছেন আমি জানি না।' জানা গেছে, এই মালিকানা বিরোধ নিয়ে আবার অনিশ্চিত হয়ে গেছে ওয়ালটেলের অপারেশনে আসা। এ নিয়ে এয়ারপোর্টে দুই পক্ষের মধ্যে একবার ধস্তাধস্তিও হয়েছে বলে জানা যায়।

এসব কারণে ঢাকার সোয়া কোটি মানুষ কবে থেকে বেসরকারি ফিক্সড ফোনের সেবা পাবে তা কেউ বলতে পারছে না। তবে ঢাকার বাইরে অন্যান্য জোনে অপারেশনে থাকা কোম্পানিগুলোকে লাইসেন্স দেয়া হলে তারা তুলনামূলক দ্রুততার সঙ্গে সংযোগ দিতে পারবে। কারণ তারা অভিজ্ঞতা ও প্রস্তুতির দিক থেকে এগিয়ে আছে।

সে যাই হোক, ঢাকাবাসী আর টিএন্ডটি ফোনের কাছে জিম্মি থাকতে চায় না। দ্রুত বেসরকারি অপারেটরদের সুযোগ করে দেয়ার মাধ্যমে এই অবস্থা নিরসন করা হবে এটাই সবার প্রত্যাশা।

'আমাদের স্লোগান জনগণের ফোন। আমরা সেবাকে প্রধান্য দেব, লাভ নয়'

হোসাইন আল মাসুম
চেয়ারম্যান, যুবক ফোন

সাপ্তাহিক ২০০০ : যুবক ফোন দীর্ঘদিন অপারেশনে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিন্তু সংযোগ কবে নাগাদ দেয়া শুরু করবে?

হোসাইন আল মাসুম : আমরা সংযোগ দেয়া শুরু করে দিয়েছি। প্রায় ১ হাজার সংযোগ দিয়ে ফেলেছি। তবে আনুষ্ঠানিক ঘোষাণা দিইনি। ফেব্রুয়ারিতে আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা সংযোগ প্রদান উদ্বোধন করবো।

২০০০ : কোন এলাকায় সংযোগ দেয়া শুরু করেছেন?

মাসুম : চট্টগ্রাম থেকে শুরু হয়েছে। আমাদের ঢাকা জোন ছাড়া সারা দেশেরই লাইসেন্স আছে। পর্যায়ক্রমে আমরা কাভারেজ বাড়াবো। ঢাকা জোনের লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া সহসা শুরু হবে শোনা যাচ্ছে। সেটাও আমরা চাইব।

২০০০ : সংযোগ ফি ও কলচার্জ কেমন হবে?

মাসুম : র‍্যাংকসটেলসহ অন্যরা যেরকম চার্জ করছে আমরা একই রকম করবো। তবে আমাদের সেটের মান তুলনামূলক ভালো হবে। যুবক ফোনের স্লোগান জনগণের ফোন। আমরা সেবাকে প্রধান্য দেব, লাভ নয়। মানুষকে যাতে আন্তর্জাতিক মানের সেবা কম মূল্যে দেয়া যায় সে বিষয়টি প্রথম থেকেই আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি। এ জন্য কারিগরি দিকগুলো ডেভেলপ করিয়েছি বিশ্বখ্যাত দুটি কোম্পানি মটোরোলা ও সিমেন্সকে দিয়ে। তাই বিশ্বের সর্বশেষ প্রযুক্তি আমরা ব্যবহার করতে পারছি।

'দেশের ৭০ ভাগ মোবাইল ব্যবহারকারী ঢাকায়, ফিক্সডফোনের চাহিদাও এখানে একই রকম'

জাকারিয়া স্বপন
চিফ অপারেটিং অফিসার, র‍্যাংকসটেল

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনারা এ পর্যন্ত কতগুলো সংযোগ দিয়েছেন? অপারেশন শুরু করার পর কয়েক মাসে আপনার অভিজ্ঞতা কেমন?

জাকারিয়া স্বপন : আমরা প্রায় ২৫ হাজার সংযোগ দিয়েছি। ফিক্সডফোন তো মোবাইলের মতো ক্রেজি বিক্রি হবে না। তবে আমরা যা সাড়া পেয়েছি তা আশাব্যঞ্জক।

২০০০ : ঢাকায় লাইসেন্স দেয়া হবে বিডিংয়ের মাধ্যমে। এতে আপনাদের প্রতিক্রিয়া কি?

স্বপন : প্রথমবার যে চেয়েছে তাকেই লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। এখন কেন এই সিদ্ধান্ত আমরা জানি না। তবে ৪/৫টি কোম্পানির বেশি লাইসেন্স দেয়া সম্ভব নয়। কারণ ফ্রিকোয়েন্সি সীমিত। দেশের মোবাইল কোম্পানিগুলোর ৭০ ভাগ গ্রাহকই ঢাকার। ফিক্সডফোনের চাহিদাও এখানে একই রকম হবে। ঢাকার মানুষের ফোনের প্রয়োজন এবং অ্যাফোর্ড করার ক্ষমতাও বেশি। আর ফিক্সডফোন কোম্পানিগুলো টিএন্ডটি ফোনের চেয়ে বাড়তি কিছু সুবিধা দিচ্ছে, যা রাজধানীর গ্রাহকদের আকর্ষণ করবে। যেমন হাইস্পিড ইন্টারনেট থাকছে আমাদের ফোনে।

২০০০ : মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো আপনাদের কীভাবে নিয়েছে?

স্বপন : স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহায়তা তারা আমাদের করছে না। অনেক কাঠখড় পোড়ায়ে এবং দেনদরবার করে তাদের কাছ থেকে ইন্টারকানেকটিভিটি নিয়েছি। তাও পর্যাপ্ত নয়। তারা পিসিওর বিজনেস করছে এটা তাদের এখতিয়ারে নেই। আমাদের আরেকটি বড় সমস্যা হলো, সেট আমদানি করতে এখনো আমাদের ৫২ শতাংশ ভ্যাট দিতে হচ্ছে।